।। উপসংহার ।।

বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া সাহিত্যে (ঊনবিংশ শতাব্দীর নবম দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত) বাংলা সাহিত্যের প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শেষ হল । এই আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম , সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য বিচিত্রভাবে অসমীয়া সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে । বিশেষ করে ঐ সময়কার বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি নাট্যকার ঔপন্যাসিকরাই অসমীয়া সাহিত্যিকগণ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুকৃত ও অনুসৃত হয়েছেন । উপসংহারে আমরা অতি সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি ।

কাব্য :— কবিতার ক্ষেত্রে অসমীয়া কবিগণ প্রধানত মধুসূদন , রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সর্বাধিক । এটাই স্বাভাবিক, কেননা এই তিনজন কবির বিশিষ্ট স্বকীয়তা, ভাব ও প্রকাশরীতির স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তা অন্যকে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট । ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রেনেসাঁর প্রতীক মাইকেল মধুসূদনই বাংলাকাব্যে আধুনিকতার সূচনা করেছিলেন প্রাচ্য - পাশ্চাত্যের ধ্যানধারণার মধ্যে যোগ সাধন করে । তিনি বাংলাভাষায় পৌরুষ ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন, বাংলার সনাতন কাব্যছন্দ পয়ারের ভিত্তিতে অভিনব অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রতিষ্ঠা করে বাংলা কাব্যে ছন্দোমুক্তির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন তিনি । অসমীয়া কবিগণ এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন বেশী । তবে একথা স্বীকার্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দের বহিরঙ্গ সৌষ্ঠব বাংলা কাব্যে ও অসমীয়া কাব্যে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হলেও তার অন্তর্গূঢ় ধ্বনিকল্লোল ও প্রবহমানতা অপর কোন বাঙালী বা অসমীয়া কবিই যথাযথ আয়ত্ত করতে পারেননি । তবে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকৃতির ফলে অসমীয়া কাব্যে ও নাটকে যে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছে তার মূল্যও কম নয় । রমাকান্ত চৌধুরী, ভোলানাথ দাস,

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রধর বরুয়া, হিতেশ্বর বরবরুয়া প্রমুখ কবির অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য - কবিতা সম্পর্কে বলা যায়, এঁদের উৎকর্ষের তুলনায় নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রয়াসই প্রশংসনীয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দ ছাড়াও মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে যে গভীর বলিষ্ঠ জীবন-প্রত্যয় ফুটে উঠেছে, বিশেষত দেবানুগৃহীত রাম-লক্ষ্মণের দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি রাবণ ও মেঘনাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি যে নবযুগোচিত মানবধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, তা' অসমীয়া কবিদেরও কতকাংশে অনুপ্রাণিত করেছে, একথা যথাস্থানে প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। তা ছাড়া মধুসূদনের অনুসরণে সনেট রচনায়ও উদ্যম দেখিয়েছেন প্রধানত পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী এবং হিতেশ্বর বরবরুয়া। সামান্য ভাবে হলেও মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য ও ব্রজাঙ্গনা কাব্যের আংশিক অনুসৃতিও দু'একজন অসমীয়া কবির মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে। মোটের উপর দেখতে গেলে চন্দ্রধর বরুয়া এবং হিতেশ্বর বরবরুয়াই মধুসূদনের কবিধর্মের কিছুটা ধারণা করতে পেরেছেন। তাঁর কাব্যাঙ্গিক গ্রহণ করে এঁরা অসমীয়া কাব্যে দৃঢ়তা ও বৈচিত্র্য সম্পাদনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে ভরে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার, তার এমন দিক নেই যা রবীন্দ্র-দানে পুষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কাব্যেই তাঁর প্রতিভার সম্যক স্ফূর্তি ও বিকাশ। আবেগের আকুলতা, অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা, প্রাণপ্রাচুর্য, রোমান্টিক মানসিকতা, মর্ত্যমমতা, মানবপ্রীতি, বিশ্বজনীনতার এমন অপূর্ব সমাবেশ আর কারো কাব্যে দেখি না। তাঁর ভাব ও উপলব্ধির এই বৈচিত্র্যই শুধু নয়, তাঁর ভাষা ও ছন্দের মাধুর্যদ্বারা বাঙালী এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষার অনেক বাণী-সাধকই অল্পবিস্তর প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁর অমোঘ প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যেও অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে। বাঙলা সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রানুসারী কবির সংখ্যা অনেক, অসমীয়া সাহিত্যেও তা' কিছু কম নয়। যেমন —লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, রঘুনাথ চৌধুরী, অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী, সূর্যকুমার ভূঞা, রত্নকান্ত বরকাকতী, ভৈরবচন্দ্র ঘাটনীয়ার, নলিনী বালা দেবী,

বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া প্রভৃতি । তন্মধ্যে রবীন্দ্রপ্রভাব সর্বাধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় রত্নকান্ত বরকাকতী, ভৈরবচন্দ্র ঘাটনীয়ার, নলিনী বালা দেবীর কবিতায় । এঁরা রবীন্দ্র কাব্যের বিচিত্র ভাবোপলব্ধি আত্মস্থ করার প্রয়াস পেয়েছেন । তবে বিরাট রবীন্দ্র - প্রতিভাকে তাঁরা সম্যক অনুধাবণ ও অনুসরণ করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না । ~~সমসাময়িক~~ সমসাময়িক বহু বাঙালী কবির পক্ষেও রবি - কবির উজ্জ্বল কিরণচ্ছটার বৈভব সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি । এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি স্মরণীয় – '' তাঁদের পক্ষে অনিবার্য ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ , এবং অসম্ভব ছিল রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ।'' (সাহিত্যচর্চা, ১৩৭ পৃঃ) এই দৃষ্টি কোণ থেকে পূর্বোক্ত অসমীয়া কবিগণ সম্পর্কে ডঃ মহেশ্বর নেওগের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য — '' বিশ্ববিলীনতাই রবীন্দ্র কাব্যের বৈশিষ্ট্য । এনে বহল ধারণার প্রভাব অসমীয়া কবিতাত নাই'' । (আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য , ৮১ পৃঃ) তবে রবীন্দ্রনাথের বহিরঙ্গ প্রভাব , যেমন – প্রকাশভঙ্গি, শব্দচয়ন, চিত্রকল্প প্রভৃতির অনুসৃতি উপরোক্ত কবিদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবোধ, প্রেম - ধারণা , মর্ত্যপ্রীতি, সুন্দর চেতনা , জীবনদেবতা উপলব্ধি প্রভৃতি অসমীয়া কবিদের কবিতায়ও কিছু কিছু প্রতিফলিত হয়েছে , তা আমরা লক্ষ্য করেছি । আরো লক্ষণীয় এই যে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক-ভাবনাপর্যায়ের কবিতা এবং অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতার কবিতা সমূহই তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে বেশী ।বলাকা এবং তৎপরবর্তী কালের কবিতার প্রভাব আমাদের চোখে পড়েনি । যা হোক , তাঁদের কিছু কিছু কবিতা আংশিকভাবে রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তা' আমরা আলোচনা সূত্রে বলেছি । তবে তা' রবীন্দ্র - সৃষ্টির উত্তুঙ্গতায় উঠতে পারেনি , পারা সম্ভবও নয় । তার জন্যে অসমীয়া কবিদের ব্যর্থ বলা যায় না । রবীন্দ্রানুসৃতি তাঁদের কাব্যসৃষ্টিকে ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে , বিচিত্র ভাবরসে সমৃদ্ধ করেছে । এটি কম লাভ নয় ।

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র - প্রভাবের মধ্যেই উচ্চকণ্ঠ বিদ্রোহের বাণী অগ্নিবীণায় ঝংকৃত ক'রে নজরুল ইসলাম যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিলেন তা'র স্বাতন্ত্র্য উল্লেখযোগ্য । তাঁর কবিতায় রয়েছে উৎপীড়ক ও শোষকের প্রতি ধিক্কার , সর্ববিধ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, জাতিভেদ ও ধর্ম - কুসংস্কারের ভণ্ডামির প্রতি ঘৃণা ,

নবসৃষ্টির জন্য ব্যাকুলতা । নজরুলের কাব্যে প্রকাশিত যৌবনের উন্মাদনা , ভাষা ও ছন্দের উদ্দাম রূপের যে তাৎক্ষণিক আকর্ষণ রয়েছে , তাতে গভীরতার চাইতে উচ্ছ্বাসই প্রবল । কিন্তু শুধু বাঙালী নয় , অন্যান্য প্রদেশ-বাসীরাও তার দ্বারা অভিভূত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন । মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে নজরুলের কবিতার প্রতিও প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছেন অসমীয়া কবিগণ । বলাবাহুল্য , উত্তপ্ত আবেগে বিচলিত হবার মত উপাদান নজরুলের কবিতায় যথেষ্ট রয়েছে যার অনুকরণ অনেকটা সহজসাধ্য । চন্দ্রকুমার আগরয়ালা, প্রসন্নলাল চৌধুরী, নলিনী - বালা দেবী, অম্বিকাগিরি চৌধুরী , বিনন্দ বরুয়া প্রভৃতি কবিগণ নজরুলের কবিতার উদ্দীপনাময় প্রভাব বিশুদ্ধ ভাবেই গ্রহণ করতে পেরেছেন । প্রসন্নলাল চৌধুরীতো অসমীয়া সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি' রূপেই চিহ্নিত হয়েছেন ।

বাংলার কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার কিছু-কিছু প্রভাবও আমরা অসমীয়া কবি হেমচন্দ্র গোস্বামী, আনন্দচন্দ্র আগরয়ালা , রঘুনাথ চৌধুরী প্রভৃতির কবিতায় লক্ষ্য করেছি । হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাকাব্য রচনায় ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ গঠনে মধুসূদনের মত পারদর্শিতা দেখাতে না পারলেও দেশাত্মবোধক খণ্ড কবিতা রচনায় সাফল্য লাভ করেছিলেন । এ ছাড়া তিনি পোপ, ড্রাইডেন, লঙফেলো প্রভৃতি ইংরেজ কবির কয়েকটি কবিতার সুন্দর কাব্যানুবাদ করেছিলেন । বলাবাহুল্য , অসমীয়া কবিগণ হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' দ্বারা মোটেই প্রভাবান্বিত হননি । তাঁরা প্রধানত হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধক বিখ্যাত 'ভারত - সঙ্গীত' কবিতাটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন । তাঁর লঙফেলোর ' Psalms of Life ' কবিতার সুবিদিত অনুবাদ 'জীবন সঙ্গীতে'র প্রভাবও অসমীয়া কবিদের উপর কম নয় , তা' আমরা আলোচনা কালে লক্ষ্য করেছি ।তাঁর'চাতকপক্ষীর প্রতি' কবিতাটি আকৃষ্ট করেছিল কবি রঘুনাথ চৌধারীকে । বাংলার কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব অসমীয়া কবি হেমচন্দ্র গোস্বামীর উপরই সমধিকভাবে পড়েছে ।বাঙালী ছন্দনিপুণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দু'চারটি কবিতার আংশিক অনুসরণ ও ছায়াপাত ঘটেছে কয়েকজন অসমীয়া কবির কবিতায় । তাঁরা হলেন লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , রত্নকান্ত বরকাকতি । লক্ষণীয় এই যে অসমীয়া কবিরা তাঁর ছন্দোনৈপুণ্য অনুধাবণের তেমন চেষ্টা করেননি ।

তাঁর কয়েকটি কবিতামাত্র, যেমন –'আমরা', 'বারাণসী', 'চাতকের কথা', প্রভৃতি অসমীয়া কবিদের মানসপটে রেখাপাত করেছে দেখতে পাই । তবে কোন অসমীয়া কবিই সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেননি । তাই অসমীয়া কবিদের ওপর তাঁর প্রভাব সামান্য মাত্র । তা ছাড়া, এখানে সেখানে সামান্যভাবে ভারতচন্দ্রের, ঈশ্বর - গুপ্তের, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আংশিক অনুকৃতিও আমাদের চোখে পড়েছে ।

নাটক :– অন্যান্য সাহিত্যের মতই অসমীয়া সাহিত্যেও কবির সংখ্যাই সমধিক, তাই আমাদের কাব্য - আলোচনা অংশই হয়েছে তুলনায় বিস্তৃত । তা'বলে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যও কম সমৃদ্ধ নয়, নাট্যকারের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও একাধিক নাট্যকার নাটক রচনায় দক্ষতাও দেখিয়েছেন । বাংলা আধুনিক নাট্যসৃষ্টির সূচনায় যেমন ছিল পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চ ও ইংরেজী নাটকের অনুকরণজাত প্রভাব, অসমীয়া আধুনিক নাট্য সৃষ্টির প্রেরণাও তেমনি এসেছিল পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ থেকে । তবে সরাসরি নয়, সমালোচকের ভাষায় বলা যায় — '' এই পাশ্চাত্য বা ইংরেজী প্রভাব অবশ্যে ইংলন্ডর পরা পোনে পোনে অহান হয় । এই বিষয়ত বঙ্গই, বিশেষকৈ কলিকাতাই প্রথমবেপরা নাট্যকার - সকলক প্রভাবান্বিত করিছিল ''। (অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা – ডঃ মহেশ্বর নেওগ, পৃঃ ২১৮) সুতরাং অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা নাটকের প্রভাব ছিল প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক । এই বিষয়ে আমরা নাটক – অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি । আমরা লক্ষ্য করেছি, কাব্যক্ষেত্রে প্রধানত মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামই অসমীয়া কবিদের বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন, সেই তুলনায় অন্যান্য কবিদের প্রভাব সামান্য বলা চলে । তেমনি নাটকের ক্ষেত্রেও দেখি, বেজবরুয়া যুগের অসমীয়া নাটকে সমসাময়িক কালের খ্যাতিমান বাঙালী নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রভাবই সর্বাধিক, সেই তুলনায় রবীন্দ্র - নাটকের অনুসৃতি অতি সামান্য । বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের ভাবরসনিবিড় নাটকের অনুকরণ বা অনুসরণ ভারতীয় অন্যান্য সাহিত্যেও তত্টা হয়নি । গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজের বাস্তব সমস্যা-ভিত্তিক নাটক সমূহ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের সঘোত-সংকুল জাতীয় ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক সমূহের প্রত্যক্ষ আবেদন সহজেই অনুপ্রাণিত করেছিল অসমীয়া নাট্যকারদের । বাংলা নাটকের

উৎকর্ষ বিষয়ে তাঁদের আস্থা প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'নোমল' নাটকের সত্রাধিকার প্রভুর (গোঁসাই) মুখে, তিনি তাঁর বাংলা ভাষায় রচিত নাটকের বিষয়ে গর্ব বোধকরে বলছেন – 'বঙলা নাটর বর তেজ'। কৌতূহলের বিষয় এই যে,কোন কোন অসমীয়া নাটকে অসমীয়া সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে বাংলা সংলাপও প্রযুক্ত হয়েছে । রুদ্রাম বরদলৈর 'বঙাল - বঙালনী' নাটকে প্রচুর বাংলা সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে । বেণুধর রাজখোয়ার'দরবার' নাটকে প্রযুক্ত বাংলা সংলাপও উল্লেখযোগ্য । হেমচন্দ্রবরুয়ার 'কানীয়া কীর্তনে' বাংলা গানও দেওয়া হয়েছে । কাব্য আলোচনা কালে দেখেছি , মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করেছিলেন অসমীয়া কবিগণ । বাংলা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ গৃহীত হয়েছিল প্রধানত গিরিশচন্দ্রের ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশ ছন্দের মধ্য দিয়ে । অসমীয়া নাট্যকারগণও তাঁদের অনুরূপ নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা গৈরিশছন্দ সাগ্রহে প্রয়োগ করেছেন । এই ছন্দানুকৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হলেন পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া (জয়মতী , সাধনী), চন্দ্রধর বরুয়া (মেঘনাদ বধ, হরিশচন্দ্র), অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী (জয়দ্রথ বধ), অতুল হাজরিকা (নরকাসুর, দাতাকর্ণ), নকুলচন্দ্র ভুঞা (বদন বরফুকন , চন্দ্রকান্ত)। বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত নাটকগুলিতে এই ছন্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় ।

অসমীয়া নাট্যকারদের কোন কোন পৌরাণিক নাটকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীদাসী মহাভারত থেকেও বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছে দেখা যায় । তাই পৌরাণিক নাটকের ভাব - পরিমণ্ডল উভয় সাহিত্যেই প্রায় একরূপ । বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট নাটককে আদর্শ করে অসমীয়া সাহিত্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হয়েছে । অনেক সময় শুধু বিষয় বস্তু নয় , তাদের চরিত্রগত সাদৃশ্যও লক্ষ্য করার মত । আমরা যথাস্থানে তা' বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি । এখানে তেমন কয়েকটি নাটকের নাম উল্লেখ করছি । তুলনীয় অসমীয়া হেমচন্দ্র বরুয়ার 'কানীয়া কীর্তন' ও বাঙালী রামনারায়ণ তর্করত্নের'কুলীনকুল সর্বস্ব', গুণাভিরাম বরুয়ার 'রামনবমী' ও উমেশ - চন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ', ঘনকান্ত বরুয়ার 'উষা' ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', নবীনচন্দ্র বরদলৈর 'গৃহলক্ষ্মী' ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের'প্রফুল্ল'। আমরা লক্ষ্য

করেছি, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়ার 'জয়মতী' এবং 'সাধনী' ঐতিহাসিক নাটক হলেও গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক 'নলদময়ন্তীর' সঙ্গে তাদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। [illegible] গৈরিশ ছন্দের প্রভাবের কথা তো আগেই বলা হয়েছে । আমরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি , লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার 'চক্রধ্বজ সিংহ', 'জয়মতী কুঁয়রী', 'বেলিমার' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকে বাঙালী নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', 'রাণা - প্রতাপসিংহ', 'সাজাহান' নাটকের লক্ষণীয় প্রভাব পড়েছে । এই প্রভাব প্রধানত স্বদেশের অতীত গৌরবের অনুধ্যানে , নাট্যপরিস্থিতি রচনায়, সংলাপ ও সঙ্গীত প্রয়োগে , কতকটা চরিত্রসৃষ্টিতেও । নকুলচন্দ্র ভূঞার 'চন্দ্রকান্ত সিংহ' এবং প্রসন্নলাল চৌধুরীর 'নীলাম্বর' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের প্রভাব পড়েছে । বিশেষ করে প্রসন্নলাল প্রায় দ্বিজেন্দ্রলালের রীতিতে ঘটনা - জটিলতা সৃষ্টি করেছেন । চন্দ্রধর বরুয়ার 'মেঘনাদবধ' নাটকটি উল্লেখ্য এই কারণে যে তা' বাঙালী কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র শুধু অসমীয়া নাট্যরূপই নয় , এতে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও নামধাতু প্রয়োগের অনুসৃতি যেমন আছে , তেমনি আছে অনেক ক্ষেত্রে মধু কবির প্রকাশ ভঙ্গির এবং চরিত্রচিত্রণের অনুসৃতি । আমরা জানি, বাংলায় গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্যের' নাট্যরূপ দিয়েছিলেন । এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্র চন্দ্রধর বরুয়ার আদর্শ হতে পারেন ।

উপন্যাস :— বাংলা সাহিত্যে যথার্থ উপন্যাসের সূচনা ও পরিপুষ্টি হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে । পাশ্চাত্য উপন্যাস ও রোমান্সের প্রভাবে বঙ্কিচন্দ্র সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাসের কায়া নির্মাণ ও কান্তিবিধান করেন । উপন্যাস - রচয়িতার পক্ষে প্রয়োজন মানবজীবনের অতল অপার রহস্যের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও নরনারীর জীবন - জটিলতার আবরণ উন্মোচনের ক্ষমতা । এ সমস্ত গুণ তো বঙ্কিমচন্দ্রের ছিলই, তা ছাড়া ছিল বিশেষ দেশকালের পট-ভূমিকায় নরনারী চরিত্র অঙ্কন করলেও তাতে সর্বকালের মানুষের ছবি ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা ।বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ করে কেবল বাংলা নয় , অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার অনেক কথা সাহিত্যিকই উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন, কেউ কেউ সাফল্যও অর্জন করেছেন। আসামের বেশ কয়েকজন কথাসাহিত্যিকও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনীগঠন এবং নানা আঙ্গিক পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছেন । এঁরা হলেন পদ্মনাথ গোহাঞি বড়ুয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , হিতেশ্বর বরবরুয়া, হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া , শরৎচন্দ্র গোস্বামী, চন্দ্রধর বরুয়া প্রভৃতি । এঁদের মধ্যে রজনী কান্ত —

বরদলৈ - ই যথার্থ উপন্যাস রচনা ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বঙ্কিমের উল্লিখিত গুণাবলীর কিছু কিছু রজনীকান্তেরও ছিল, তাই এই কথা সাহিত্যিক বঙ্কিমের অনুসৃতিতে অনেকটা সক্ষম হয়েছেন তাঁর 'মনোমতী', 'দন্দুয়া দ্রোহ', 'রঙ্গিনী', 'নির্মলভকত', 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাসে। রজনীকান্ত ছাড়া আর যে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমের অনুসরণে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তিনি 'ভানুমতী' ও 'লাহরী' রচয়িতা পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পদম কুঁয়রী' বঙ্কিমের আদর্শে রচনা করলেও ততটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। অন্যান্যদের প্রয়াসে দেখা যায়, তাঁরা বঙ্কিম - উপন্যাসের বহিরঙ্গ রূপাঙ্গিক নিয়েছেন সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের মত ঘটনায় ও চরিত্রের গভীরে ডুব দিতে পারেন নি। তবু বঙ্কিমানুসৃতি অসমীয়া উপন্যাসকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। এ ছাড়া দৈবচন্দ্র তালুকদারের সামাজিক উপন্যাস 'আগ্নেয়গিরি' ও 'বিদ্রোহী'র কাহিনীগঠনে বঙ্কিম - সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' ও 'সমাজ' উপন্যাসের প্রভাব কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়বে।

বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষের সুখদুঃখ ভরা জীবন কাহিনী দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলে শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে নিন্দনীয় চরিত্র সমূহও তাঁর মানবিক দৃষ্টির রস প্রসাদে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই ঔপন্যাসিকের রচনা দ্বারা যে কয়জন অসমীয়া লেখক প্রভাবিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হরেশ্বর শর্মা বরুয়া, নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্নেহলতা বরুয়া, চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী, দৈবচন্দ্র তালুকদারের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা শরৎচন্দ্রের মানবিক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ভঙ্গি টুকু হয়ত বা নিতে পেরেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যাপক ও গভীর জীবন অভিজ্ঞতা, সামাজিক নরনারীর দ্বন্দ্ব সঙ্কুল জীবনের নিপুণ বিশ্লেষণক্ষমতা আয়ত্ত করতে পারেননি। আর সম্ভবত রবীন্দ্র - নাটকের মতই রবীন্দ্র - উপন্যাসও তার দুরবগাহিতার জন্য অনুকরণ বা অনুসরণের পরিধি থেকে দূরে রয়ে গেছে। আলোচনা কালে আমরা দু' একটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করেছি যা তেমন উল্লেখ্য নয়।

ছোটগল্প :– একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা ছোটগল্প খুবই সমৃদ্ধ । যথার্থ বাংলা ছোটগল্পের প্রথম স্রষ্টা ও সার্থক শিল্পী অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, তথাপি তাঁর পরে বহু কৃতী ছোটগল্প রচয়িতার অসংখ্য ছোটগল্পে বাংলা সাহিত্য ভরে উঠেছে । তাদের বিষয় বৈচিত্র , রসোৎকর্ষ এবং শিল্প নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে । আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, অসমীয়া কাব্য, নাটক, উপন্যাস সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে যেমন উল্লেখ্য , তেমনি তাদের রচয়িতার সংখ্যাও কম নয় । কিন্তু সেই তুলনায় অসমীয়া ছোটগল্প ততটা সমৃদ্ধ নয়, তার রচয়িতার সংখ্যাও বেশ সীমিত । লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াই প্রকৃতপক্ষে অসমীয়া ছোটগল্পের স্রষ্টা এবং তিনিই কৃতী শিল্পী । বলাবাহুল্য, অসমীয়া ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবই সর্বাধিক । আর স্বয়ং বেজবরুয়ার ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ব্যাপক প্রভাব তো সুস্পষ্ট । যেমন – তাঁর 'পীতা', 'বাপিরাম', 'লাওখোলা', 'ডাক্তর বাবুর সাধু', 'রতনমুণ্ডা' 'মুক্তি' গল্পে যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'কঙ্কাল', 'মণিহারা', 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি' গল্পের প্রভাব কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যই চোখে পড়বে । এ ছাড়া বেজবরুয়ার দু' একটি ছোটগল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলা - কান্তীয় রঙ্গরসের প্রভাব রয়েছে । মনে হয়, এই প্রভাবই তাঁকে পরে অসমীয়া সাহিত্যে রঙ্গরসপূর্ণ রম্যরচনার শ্রেষ্ঠ রচয়িতা রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে ।

অসমীয়া সাহিত্যের অন্যতম ছোটগল্প রচয়িতা নগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর 'অমর তাবিজ' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' গল্পের প্রভাব স্বীকার করতে হয় । শরৎচন্দ্র গোস্বামীর 'বুঢ়া পুত্রর বৃত্ত' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' ও 'পয়লানম্বর' গল্পের ছাপ রয়েছে মনে হয় । তাঁর 'রক্তবীজ' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'ব্যবধান' গল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয় । সূর্যকুমার ভূঞার 'শিলান্ হয় ফুল' গল্পে রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের প্রভাব উল্লেখ্য । যেমন – নবীনচন্দ্র বরদলৈর 'ভাই' গল্পে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' গল্পের এবং শরৎচন্দ্র গোস্বামীর 'সামান্য প্রাণী' গল্পে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের ছাপ চোখে পড়ে । একথা সত্য যে বেজবরুয়া যুগে অসমীয়া ছোটগল্প অনুকৃতির সীমা উত্তীর্ণ হতে পারেনি । তার সমৃদ্ধি সূচিত হয় বেজবরুয়ার পরবর্তীকালে ।

স্বল্প রসরচনা:- বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের মত রস সাহিত্য সৃষ্টিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতা তুলনাহীন। বঙ্কিম ছিলেন বাংলার তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রধান পুরুষ। সমাজ জাতি ও দেশ সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তা ও বিশ্লেষণ তিনি শুধু নানাবিধ প্রবন্ধেই ব্যক্ত করেননি, রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়েও তা রমনীয় করে প্রকাশ করেছেন, এবং রস সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারাই তিনি সৃষ্টি করলেন। সেই হিসাবে তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর' বাংলা সাহিত্যে অমর সৃষ্টি। এই অমর রসসাহিত্য দ্বারা অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষ্মী নাথ বেজবরুয়া সবিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে- অসমীয়া সাহিত্যে বেজবরুয়া যুগে রসসাহিত্য স্রষ্টারূপে একমাত্র উল্লেখ্য স্বয়ং বেজবরুয়াই। এই পথে তখন আর বিশেষ কেউ অগ্রসর হননি। বেজবরুয়ার 'কৃপাবর বরবরুয়া চরিত্রের আদর্শই হলো বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত'। কমলাকান্তের যেমন 'দপ্তর', কৃপাবর বরবরুয়ার তেমনি 'কাকতর টোপোলো' ও 'ওঁতোতনি'। এগুলির প্রকাশ ভঙ্গিতে, বাকচাতুর্যে, শ্লেষবিদ্রূপে, সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি উদ্‌ঘাটনে প্রতি পদে পদে 'কমলাকান্তের দপ্তরের' প্রভাব সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। আমরা বিস্তৃত আলোচনায় তা তুলে ধরেছি। বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে বেজবরুয়াকে অবশ্যই বঙ্কিমের সমকক্ষ বলা যাবে না। বঙ্কিমের বিদ্রূপের দীপ্তি আরো শাণিত, চিন্তা ও বিশ্লেষণ আরো গভীর, রসসৃষ্টি আরো সূক্ষ্ম ও উপভোগ্য। তবু অসমীয়া রসরচনা সৃষ্টিতে বেজবরুয়া অনন্য। সেখানে তিনিই প্রথম স্রষ্টা ও কৃতী শিল্পী। তাঁর এই কৃতিত্বে আদর্শ জুগিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র।

এই সুদীর্ঘ প্রভাব- আলোচনা অনুসরণের সময় মনে রাখতে হবে—ভিন্ন কোন সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কোন সাহিত্যের পক্ষে অগৌরবের ব্যাপার নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তমর্ণ- অধমর্ণের প্রশ্নই ওঠেনা। সজীব প্রাণবন্ত কোন সাহিত্যই শুধু পরের প্রভাব গ্রহণ ও তার স্বীকরণে সক্ষম হয়। এও একটি বিশেষ ক্ষমতা। পৃথিবীর কোন সাহিত্যই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। ইংরেজী অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা, এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন বিশ্ববরেণ্য বহু সাধক। এই ইংরেজী সাহিত্যে গ্রীক ও ল্যাটিন ও ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব কী কম ? শেক্সপীয়ার কীডের দ্বারা, কীড সেনেকার দ্বারা প্রভাবিত। সেজন্য শেক্সপীয়ার হেয় নন, কীড ও হেয় নন।

মধুসূদন পাশ্চাত্য সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত না হলে বাংলায় 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা সম্ভব হত কী ? রবীন্দ্রনাথেও পাশ্চাত্য প্রভাব রয়েছে, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস দ্বারা বিপুল ভাবে প্রভাবিত । বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এত গুলো মহৎ উপন্যাস সৃষ্টি করে গিয়েছেন । এসব কথা বলার উদ্দেশ্য --প্রভাব হেয়বাচক শব্দ নয়, তা সাহিত্যকে উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় । অসমীয়া সাহিত্য আজ যে এতখানি সমৃদ্ধ হয়েছে তার মূলে বহুবিধ প্রভাবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । তবে এই প্রভাবের প্রবাহ কেবল বাংলা সাহিত্য থেকে আসেনি , এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেও । বিশ্বের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ আধুনিক চিন্তাধারাই নবজাগৃতির যুগে বাংলা সাহিত্যে এসেছে ইংরাজী সাহিত্য মারফৎ ।সেই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে অসমীয়া লেখকরাও পরিচিত হয়েছিলেন দুইভাবে — এক, প্রত্যক্ষ ভাবে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করে , দুই, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গভীর পরিচিতির মাধ্যমে । এই পরিচিতি কী ভাবে ঘনিষ্ঠ হলো তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । তাতে দেখেছি — অসমীয়া সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যের প্রভাব ছিল অনিবার্য । বাংলা ইংরেজ শাসকের অধীনে আসে আসামের অনেক আগে , এবং ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষারও প্রসার বাংলায় হয় আসামের অনেক আগেই । ভৌগোলিক অবস্থান , আচার- আচরণ , সামাজিক - রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক ভাবধারা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ও আসামের মধ্যে প্রভূত পরিমাণে সাদৃশ্য রয়েছে । দীর্ঘকাল বাঙালী ও অসমীয়া সহ - অবস্থান করায় একে অপরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছে । আসামের বাঙালীরা বিহুগান শুনলে অজ্ঞাতসারেই আনন্দিত হয়ে উঠে । আবার এমন অসমীয়া লেখক নেই যিনি মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র , রবীন্দ্রনাথ , নজরুল পড়ে মুগ্ধ হন নি । মূল কথা , এই দু'টি ভাষাভাষীর মধ্যে দেয়ানেয়ার ভাবটা এত বেশী যে তা অন্য কোনো প্রান্তীয় ভাষার মধ্যে বিরল । বাংলা সাহিত্যের প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যে পড়েছে এবং তা অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে , একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই । যদি অস্বীকার করা হয় , তবে লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া , হেমচন্দ্র বরুয়া , গুণাভিরাম - বরুয়া , হিতেশ্বর বরবরুয়া , নলিনীবালা দেবী , রত্নকান্ত বরকাকতি , রজনীকান্ত বরদলৈ , পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া , চন্দ্রধর বরুয়া প্রমুখ অসমীয়া স্ব

সারস্বত সাধকদের অসমীয়া সাহিত্য থেকে বাদ দিতে হয়, অথচ তাঁরাই তো আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যকে গড়ে তুলেছেন, বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের সম মর্যাদায় তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠা-যজ্ঞে তাঁরা সজ্ঞানে সোৎসাহে সমিধ আহরণ করেছেন অন্যান্য সাহিত্য থেকে। প্রতিবেশী প্রদেশের সাহিত্য থেকে যদি তাঁরা অধিক পরিমাণে প্রেরণা পেয়ে থাকেন, তবে বুঝতে হবে – সেই সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তাঁদের কতটা আন্তরিক ছিল, তার অভিনিবেশ পূর্ণ অধ্যয়নই বা কত গভীর ছিল।

উল্লেখ্য এই যে যতই দিন যাচ্ছে, ততই অসমীয়া সাহিত্যের উপর বাংলা সাহিত্যের প্রভাব তুলনা মূলক ভাবে হ্রাস পাচ্ছে, এটা সুলক্ষণ। ইতিমধ্যে আসামে আধুনিক শিক্ষার প্রভূত প্রসার হয়েছে, বহু উচ্চ শিক্ষিত কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে, যাঁরা আধুনিক বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গণে পাদ চারণা করেছেন। তাঁরা উত্তর-বৈষ্ণবযুগের অসমীয়া সাহিত্যকে বিচিত্র ভাবরসে পুষ্ট করে তুলেছেন, সে পুষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের চাইতেও বেশী সহায়তা করে চলেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য। বহির্প্রভাব অনেক সময় প্রতিভাশালীদের মৌলিক রচনায় প্রেরণা দেয়, এবং তখনই ঐ প্রভাব থেকে সত্যিকারের ফল প্রাপ্তি ঘটে। কীটসের প্রথম দিকের রচনায় ছিল স্পেন্সারের প্রভাব, তার পর প্রকাশিত হল তাঁর স্বকীয় সৃষ্টি **Endimion**, মধুসূদন মিলটনের ভক্ত পাঠক, লিখলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', তখন খুঁজে পেলেন নিজেকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের রচনায় ছিল বিহারীলালের প্রভাব, 'প্রভাত সঙ্গীত'-এ এসে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে খুঁজে পেলেন। রবীন্দ্রছায়ায় লালিত হয়ে নজরুল সাহিত্য রচনা করেন, কিন্তু 'বিদ্রোহী' রচনার মধ্যেই তিনি নিজেকে আবিষ্কার করলেন। 'বন্দীর বন্দনা'র পূর্বেও বুদ্ধদেব কবিতা লিখেছেন, সে কবিতা রবীন্দ্রছায়া থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু 'বন্দীর বন্দনা'তেই তিনি নিজের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হন।

বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য।

অসমীয়া সাহিত্যের ক্রমবিকাশেও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অবদান কম নয়। তবে মনে রাখতে হবে, ঐ প্রভাবও এসেছে বহুক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের মারফৎ। সুখের বিষয়, অসমীয়া সাহিত্যের সমস্ত সুধী সারস্বত সাধকই তা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেছেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ, রত্নকান্ত বরকাকতি, ড: সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, ড: মহেশ্বর নেওগের উক্তি সমূহ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অসমীয়া সাহিত্য এখন যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সাবলম্বী হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে এই সাহিত্যেও একদিন বিশ্বসাহিত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সন্দেহ নেই এবং তখনও এই সাহিত্যের পরিপুষ্টিতে বাংলা সাহিত্যের অবদানও স্মরণীয় হয়ে থাকবে, আশা করা যায়।

পরিশিষ্ট – (খ)

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত অসমীয়া গ্রন্থের তালিকা ।

অতুলচন্দ্র হাজরিকা — নরকাসুর (১৯২৮), দাতাকর্ণ (১৯২৯), নন্দদুলাল (১৯৩০), বেউলা (১৯৩৩), কুরুক্ষেত্র (১৯৩৬), শ্রীরামচন্দ্র (১৯৩৮), সাবিত্রী (১৯৩৯) ।

অম্বিকাগিরি রায় চৌধুরী — জয়দ্রথ বধ (১৯১১), অনুভূতি (১৯১৪), ভূমি (১৯১৫), বীণা (১৯১৬) ।

আনন্দ চন্দ্র আগরয়ালা — জিলিকনি (১৯২০) ।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য — চিন্তানল (আগছোয়া, (১৮৯০), শেহছোয়া – (১৯২২) ।

গুণাভিরাম বরুয়া — রামনবমী (১৮৫৭) ।

অনকান্ত বরুয়া (?) — উষা (?)

চন্দ্রকুমার আগরয়ালা — প্রতিমা (১৯১৪), বীণ বরাগী (১৯২৩) ।

চন্দ্র ধর বরুয়া — মেঘনাদবধ (১৯০৪), ভাগ্য পরীক্ষা (১৯১৬), রঞ্জন (১৯২৭), তিলোত্তমাসম্ভব (১৯২৯), রাজর্ষি (১৯৩৭), বিদ্যুৎবিকাশ (১৯৩৮), শান্তি, আহোম সংখ্যা (রচনা ১৯৩৬), মোগল বিজয় (রচনা ১৯৩৬), বিয়াবিনৈ (রচনা ১৯২৯), ১৯৭৫ খৃঃ চন্দ্রধর বরুয়া গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হয় ।

চন্দ্রপ্রভা শাই কীয়ানী — পিতৃভিটা (১৯৩৭) ।

চিন্তাহরণ পাটগিরি — সংসারচিত্র (১৯২১) ।

জ্যোতি প্রসাদ আগরয়ালা — শোণিত কুঁয়রী (১৯২৫), কারেঙর লিগিরী (১৯৩০) ।

দুর্গেশ্বর শর্মা — পার্থ পরাজয় (১৯০৬) , বালিবধ (১৯০৮) ।

দেবনাথ বরদলৈ — বৈদেহী বিচ্ছেদ (১৯০১) ।

দৈবচন্দ্র তালুকদার — ধুমুনী কুঁমুনী (১৯২২), আগ্নেয়গিরি(১৯২৪), বিদ্রোহী (১৯৩১) , অপূর্ণ (১৯৩১ - ৩২ খৃঃ আবাহন পত্রিকায় প্রকাশিত), আদর্শ পীঠ — (চতুর্থ দশকে রচিত)।

নকুল চন্দ্র ভূঞা — জেরেঙার সতী (১৯২৪) , বদন বরফুকন (১৯২৭) , চন্দ্রকান্ত সিংহ (১৯৩১), সুমুংবরা (১৯৩২) ।

নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী — নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প (১৯২৯–১৯৩৩-র মধ্যে রচিত, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৬৩ খৃঃ)।

নবীনচন্দ্র বরদলৈ — গৃহলক্ষ্মী (১৯১১) , কৃষ্ণলীলা (১৯৩৩) , তীর্থযাত্রী (১৯৫৯) , অন্ধ ভাই , শেষালি [বরদলৈ রচনাবলীতে (১৯৭৫) প্রকাশ] ।

নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য — চন্দ্রপ্রভা (১৯০৮) ।

নলিনী বালা দেবী — সন্ধিয়ার সুর (১৯২৮) , সপোনর সুর(১৯৪৩), পরশমণি (১৯৫৪), যুগদেবতা (১৯৫৮) , অলকনন্দা (১৯৬৭) ।

পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া — ভানুমতী (১৮৯২) , লাহরী (১৮৯২) , জয়মতী (১৯০০) , জুরণি (১৯০০) , লীলা (১৯০১) , ফুলর চানেকি (১৯০১) , সাধনী (১৯১১) , লাচিত বরফুকন (১৯১৫) ।

পদ্মাবতী দেবী ফুকননী — সুধর্মার উপাখ্যান (১৮৮৪) ।

পূর্ণকান্ত দেবশর্মা	(?) –	হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৯৩) , হরধনুভঙ্গ বা সীতাস্বয়ংবর (১৮৯৩) ।
প্রসন্নলাল চৌধুরী	—	নীলাম্বর (১৯৩৩), অগ্নিমন্ত্র (১৯৫২) ।
বিনন্দ চন্দ্র বরুয়া	--	শঙ্খধ্বনি (১৯২৫) , প্রতিধ্বনি (১৯৩৮) ।
বেণুধর রাজখোয়া	—	দরবার (১৯০২) , কুরিশতিকার সভ্যতা (১৯০৮) , অশিক্ষিতা মৈনী (১৯১২) , তিনি মৈনী (১৯২৮) , চোরর সৃষ্টি (১৯৩১)।
ভবানন্দ দত্তের	–	' কবিতার কাহিনী' (১৯৬৯) গ্রন্থে উদ্ধৃত কতিপয় কবিতা ।
ভৈরবচন্দ্র খাটনীয়ার	—	সেবা (১৯২৭) ।
ভোলা নাথ দাস	—	কবিতা মালা (আগছোয়া – ১৮৮২ , শেহছোয়া — ১৮৮৩) , চিন্তাতরঙ্গিনী (তৃতীয় ও চতুর্থ খন্ড – ১৮৮৪) , সীতাহরণ(১৯০২) ।
মফিজুদ্দিন আহমদ হাজরিকা	—	জ্ঞানমালিনী (১৮৯৬) , তত্ত্বপারিজাত , গান – মিহলি (মফিজুদ্দিন আহমেদ হাজরিকা রচনাবলীতে (১৯৭০) প্রকাশ) ।
মহেশ্বর নেওগ	—	সম্পাদিত অসমীয়া কবিতার সংকলন সঞ্চয়ন (১৯৫৯) ।

রঘুনাথ চৌধুরী — সাদরী (১৯১০), কেতেকী (১৯১৮), কারবালা (১৯২৩), দহিকতরা (১৯৩১), নবমল্লিকা (১৯৫৮)।

রজনীকান্ত বরদলৈ — মিরিজীয়রী (১৮৯৬), মনোমতী (১৯০৩), দম্দুয়া দ্রোহ (১৯০১), রঙ্গিলী (১৯২৫), রাধার কিনীর রণ (১৯২৫), নির্মল ভকত (১৯২৬), তাম্রেশ্বরীর মন্দির (১৯২৬), রহদৈ লিগিরী (১৯৩০)।

রত্নকান্ত বর কাকতী — শেয়ালি (১৯৩২), তর্পণ (১৯৫৩), চন্দ্রহার (১৯৬৩)।

রমাকান্ত চৌধুরী — অভিমন্যু বধ (১৮৭৫)।

রুদুরাম বরদলৈ — বঙাল বঙালনী (১৮৭১)।

রেভারেন্ড গার্ণি — কামিনীকান্ত (১৮৪৭), এলোকেশী বৈষ্ণার কথা (১৮৭৭)।

লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া — জয়মতী কুঁয়রী (১৯০৩), কৃপাবর বরুয়ার কাকর টোপোলা (১৯০৪), পদ্ম কুঁয়রী (১৯০৫), সুরভি (১৯০১) কৃপাবর বরুয়ার ওভোতনি (১৯০১), সাধু কথার কুকি (১৯১০), দেবযানী (১৯১১), জোনবিরি (১৯১৩), কদমকলি (১৯১৩), বেলিমার (১৯১৫), চক্রধ্বজ সিংহ (১৯১৫), পদ্মকলি (১৯২৩), কৃপাবর বরুয়ার ভাবর বুরবুরণি (১ম ভাগ – ১৯৫১, ২য় ভাগ–

২য় ভাগ — ১৯৬৮-৮৯), বরবরুয়ার চিন্তার শিলগুটি , সাহিত্যিক রহস্য , বর বরুয়ার বুলনি (১৯৬৮ ৮-৬৯ খৃঃ বেজবরুয়ার রচনাবলীর শত বার্ষিকী সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত) ।

শরৎচন্দ্র গোস্বামী — গল্পাঞ্জলি (১৯১৪) , যমুনা (১৯২০) , বাজিকর (১৯৩০) , পাপিপথ (১৯৩৩) ।

সূর্যকুমার ভূঞা — জয়মতী উপাখ্যান (১৯২৩) , ।

স্নেহলতা বরুয়া — বীণা (১৯২৬) ।

হরিনারায়ণ দত্ত বরুয়া — চিত্রদর্শন (১৯৩১) ।

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন — আসাম বুরঞ্জি (১৮২৯) ।

হরেশ্বর শর্মাবরুয়া — কুসুম কুমারী (১৯০৫) ।

হানা ক্যাথারিন ম্যুলেন্স — ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২) ((অসমীয়া অনুবাদ করেন শ্রীমতী রেভারেন্ড গার্ণি) ।

হিতেশ্বর বর বরুয়া — ঢোপাকলি (১৯০২) , কমতাপুর ধ্বংস বা সাদরী (১৯১২) , বিরহিনী বিলাপ কাব্য (১৯১২), তিরুতার আত্মদান (১৯১৩) , মালিতা (১৯১৪) , আভাস কাব্য (১৯১৪) , যুদ্ধ-ক্ষেত্রত আহোম রমণী বা মুলা গাভরু কাব্য (১৯১৫), ভেচডিমোনা কাব্য (১৯১৭) , মালচ (১৯১৮) , চকুলো (১৯১২) ।

হেমচন্দ্র গোস্বামী	—	ফুলর প্রসেসর চানেকি (১৯০৭) ।
হেমচন্দ্র বরুয়া	—	কানীয়ার কীর্তন (১৮৬১) , আদিপাঠ(?) (১৮৭৩) বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়া ভাতুরী (১৮৭৬) , হেমকোষ (১৯০০) ।

পরিশিষ্ট (খ)

আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা।

অতুল প্রসাদ সেন — কয়েকটি গান (১৯৩৪)।

অমৃত লাল বসু — বিবাহ বিভ্রাট (১৮৮৪), হরিশ্চন্দ্র (১৮৯৯)।

অক্ষয় কুমার বড়াল — এষা (১৯১২)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাঁচুঠাকুর বা পঞ্চানন্দ) — কলিতর (১৮৭৪), ভারত উদ্ধার (১৮৭৭)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা (১৯ শ শতাব্দীর মধ্যভাগ)

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বোধোদয় (১৮৫১), সীতার বনবাস (১৮৬৩)।

উমেশ চন্দ্র মিত্র — বিধবা বিবাহ (১৮৫৬)।

কাশীরাম দাস — কাশীদাসী মহাভারত (১৭ শ শতাব্দী)।

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ — আলিবাবা (১৮৯৭)।

কৃত্তিবাস — রামায়ণ পাঁচালী (আনুমানিক ১৫ শ শতাব্দী)।

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ — অভিমন্যু বধ (১৮৮১), নল দময়ন্তী (১৮৮৬), প্রফুল্ল (১৮৮৯), মিরাজ — উদ্দৌলা (১৯০৬)।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — স্বর্ণলতা (১৮৭৪)।

তারাচরণ শিকদার — ভদ্রার্জুন (১৮৫২)।

তারানাথ চক্রবর্তী — বেউলা (?)।

দ্বিজেন্দ্র লাল রায় — হাসির গান (১৯০০), প্রতাপ সিংহ (১৯০৫), মেবার পতন (১৯০৮), সাজাহান (১৯০৯), চন্দ্রগুপ্ত (১৯১১)।

দীনবন্ধু মিত্র — বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬), সধবার একাদশী (১৮৬৬), জামাই বারিক (১৮৭২)।

দেবেন্দ্র নাথ সেন — অশোক গুচ্ছ (১৯০০), গোলাপ গুচ্ছ (১৯১২)।

নজরুল ইসলাম — অগ্নিবীণা (১৯২২), বিষের বাঁশী (১৩৩১), সঞ্চিতা (দশমসং আষাঢ় ১৩৬৪)।

নবীন চন্দ্র সেন — পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), রৈবতক (১৮৮৭), কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩), প্রভাস (১৮৯৬)।

নারায়ণ দেব — পদ্মপুরাণ (আনুমানিক ১৫ শ শতাব্দী)।

প্যারিচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর — আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮), মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায় (১৮৫৯), রামারঞ্জিকা (১৮৬১), অভেদী (১৮৭১), আধ্যাত্মিকা (১৮৮০)।

প্রমথ নাথ শর্মা (ভবানী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) — নববাবু বিলাস (১৮২৩)।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — দুর্গেশ নন্দিনী (১৮৬৫), কপাল কুণ্ডলা (১৮৬৬), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫),

রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), আনন্দমঠ (১৮৮৪), দেবী চৌধুরানী (১৮৮৪), রাধারানী (১৮৮৬), সীতারাম (১৮৮৭), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫)।

ভারতচন্দ্র রায় কবি গুণাকর — অন্নদা মঙ্গল (১৭৫২)।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার — শিশুশিক্ষা (১৮৪৯)।

মধুসূদন দত্ত — তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), মেঘনাদ বধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬)।

যোগেশ চন্দ্র গুপ্ত — কীর্তি বিলাস (১৮৫২)।

যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু — চিনিবাস চরিতামৃত (১৮৬৬), মডেল ভগিনী (১৮৬৬), কালাচাঁদ (১৮৬৯)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনারতরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালি (১৮৯৬), কথা (১৯০০), কাহিনী (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), কল্পনা--

		ক্ষেক কল্পনা (বাংলা ১৩০৭), গীতাঞ্জলি (১৯১০), গীতিমাল্য (১৯১৪), বলাকা - (১৯১৬), পুনশ্চ (১৯৩২), সঞ্চয়িতা (বাংলা ১৩০৮), বিদায় অভিশাপ (১৩০৩ শ্রাবণ), চোখের বালি (১৯০৩), গল্প - গুচ্ছ (১৯২৬) সংকলিত গল্প গুলির প্রকাশ কাল আরও পূর্বে), গোরা (১৯১২), ঘরে - বাইরে (১৯১৬), শেষের কবিতা (১৯২৯)।
রমেশ চন্দ্র দত্ত	—	সংসার (১৮৮৬), রাজপুত জীবন সন্ধ্যা (১৮৮৯), সমাজ (১৮৯৪)।
রাজেন্দ্র লাল মিত্র সম্পাদিত	--	বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫১), রহস্য সন্দর্ভ (১৮৬৩)।
রামনারায়ণ তর্করত্ন	—	কুলীনকুল সর্বস্ব (১৮৫৪)।
রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী	—	গোসানী মঙ্গল (১৮২৫)।
রাম প্রসাদ সেন	—	কালী কীর্তন (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) -।
শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত	—	সিরাজউদ্দৌলা (১৯৩৮)।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—	বড়দিদি (১৯১৩), রামের সুমতি (১৯১৪), পল্লীসমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭)। মহেশ (১৯২৬), পথের দাবী (১৯২৬)।

সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত — তীর্থ সলিল (১৯০৮), তীর্থরেণু (১৯১০), কুহু ও কেকা (১৯১২)।

হান্না ক্যাথারিন ম্যুলেন্স — ফুলমণি ও করুণার বিবরণ (১৮৫২)।

গ্রন্থপঞ্জী

১। অতুল চন্দ্র বরুয়া – সাহিত্য জীবন। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫।

২। অম্বিকা গিরি রায় চৌধুরী —'তুমি'। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৩৯।

৩। অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ড:) বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮।

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য (ড:) — বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮।

৫। গজেন্দ্র কুমার দেবরায় (ড:) এই দেশ আমার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২।

৬। গুণাভিরাম বরুয়া —'রামনবমী নাটক'। অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৯৬৫।

৭। চন্দ্র প্রসাদ শইকীয়া (সম্পাদিত) – পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া। প্রথম প্রকাশ ২৬ নবেম্বর, ১৯৭১।

৮। জীবনানন্দ দাস — কবিতার কথা। প্রথম সংস্করণ, ১৩৬২।

৯। ত্রৈলোক্য নাথ গোস্বামী — আধুনিক অসমীয়া গল্প সাহিত্য। দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭২।

১০। দীনেশ্বর ভট্টাচার্য — অসমীয়া কাব্য সাহিত্য আরু জাতীয় জীবনত প্রগতি-বাদী চিন্তা। (প্রথম খণ্ড), ১৯৭২।

১১। দীপ্তি ত্রিপাঠী (ড:) — আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৪।

১২। নগেন্দ্র নারায়ণ চোধুরী — নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর গল্প। সংগ্রহ ও সম্পাদনা — শ্রী হেমন্ত কুমার শর্মা। প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬৩।

১৩। নগেন গইকীয়া (সম্পাদিত) হিতেশ্বর বর বরুয়া স্মৃতিমালা। ১৯৭৬।

১৪। নলিনী বালা দেবী — অলকানন্দা। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৭।

১৫। নীহার রঞ্জন রায় (ডঃ) বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম খন্ড ১৯৮০।

১৬। প্রমথ নাথ বিশী — রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ। ষষ্ঠ সংস্করণ। শ্রাবণ, ১৩৭৩।

১৭। বাণী কান্ত কাকতী (ডঃ) — রঘুনাথ চৌধারীর 'দহিকতরা'র ভূমিকা। সপ্তম সংস্করণ, ১৮৮৪ শক। প্রথম প্রকাশ ১৯৩১।

১৮। বিশ্ব ভারতী পত্রিকা — শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৭৫।

১৯। বুদ্ধদেব বসু — (ক) কালের পুতুল। প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৩।

(খ) 'যতীন্দ্র সেন গুপ্ত' প্রবন্ধ, কবিতা পত্রিকা, আশ্বিন, ১৩৬১।

২০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাময়িক সাহিত্য। বিশ্বভারতী, ১৩৫১।

২১। ভট্ট নারায়ণ — বেণী সংহার। অধ্যাপক শ্রী কালী পদ দর্শনাচার্য কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৪।

২২। ভবানন্দ দত্ত — অসমীয়া কবিতার কাহিনী। সেপ্টেম্বর, ১৯৬১।

২৩। মফিজুদ্দিন আহমদ হাজরিকা — রচনাবলী। আবদুস সাত্তার সম্পাদিত। ১৯৭১।

২৪। মহেশ্বর নেওগ (ডঃ) (ক) অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা। চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৭৪।

(খ) আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য। প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫।

(গ) 'সঞ্চয়ন' — অসমীয়া কবিতার সংকলন। প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৯। তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৬৭।

২৫। যজ্ঞেশ্বর শর্মা — রত্নকান্ত বরকাকতী রচিত 'শেফালি' কাব্যের পরিক্রমা। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬২।

২৬। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর — (ক) রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড । বিঃভাঃ সংস্করণ । (খ) শিক্ষা (১৩১৫) (গ) আত্মপরিচয় (১৩৫৩ বাং)।

২৭। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী — গোসানী মঙ্গল । ডঃ শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ পাল সম্পাদিত । ১৩৭৮ ।

২৮। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া — মোর জীবন সোঁওরণ । বেজবরুয়া গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড । ১৯৬৮ । ৬১ ।

২৯। শশী শর্মা — রসরাজ বেজবরুয়া । ১৯৬৭ ।

৩০। শৈলেন ভরালী (ডঃ) অসমীয়া সাহিত্যর ঐতিহাসিক উপন্যাস । ১৮৯৬ শক ।

৩১। শ্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা । পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৫ ।

৩২। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — দ্বিজেন্দ্র লালের 'সাজাহান' — এর ভূমিকা, ১৯৭৪ ।

৩৩। সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা (ডঃ) (ক) অসমীয়া উপন্যাসর ভূমিকা । ১৯৬৫ । (খ) অসমীয়া নাট্য সাহিত্য । তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৩ ।

৩৪। সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডঃ) — অসমীয়া সাহিত্য । ১৩৫৯ ।

৩৫। সুবোধ রঞ্জন রায় (ডঃ) — নবীন চন্দ্রের কবিকৃতি ।

৩৬। হরি প্রসাদ নেওগ (সম্পাদিত) — অলকানন্দা ।

৩৭। হরিচন্দ্র ভট্টাচার্য (ডঃ) — অসমীয়া নাট্য সাহিত্যর জিলিঙনি । প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৮।

৩৮। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন — আসাম বুরঞ্জী (১৮২৯), অধ্যাপক যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ১৩৬২ বাং ।

৩৯। হেমন্ত কুমার শর্মা (ডঃ)–অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭২।

৪০। হোমেন বরগোহাঞি (সম্পাদিত) বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্য। ১৯৬৭।

41. Birinchi K. Barua (dr.) --- History of Assamese Literature , 1964 .

42. Dim Dimbeswar Neog ----- New Light on the history of Assamese Literature , 1962 .

43. Gait E. A. (Sir) ----- History of Assam, 3rd Edition , 1963 .

44. Hem Barua ---- --- Assamese Literature , 1965.

45. S.K. Barpujari (Dr.) & A.C. Bhuyan (Dr.)_____ The Political History of Assam . Vol -- I, First Edition, 1977.

46. Sunity K. Chatterjee(Dr.)-Origin and Development of Bengali Language, Vol - I C.U. 1926.

47. Satyendra Nath Sarma (Dr.) Assamese Drama in a Brochure on Assamese Literature, 1965 .

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL LIBRARY RAJARAMMOHUNPUR